দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 20 JUL 2017 ...

মানিকগঞ্জে ভাঙনের হুমকিতে শতবর্ষী প্রাথমিক বিদ্যালয়

■ শহিদুল ইসলাম সুজন, মানিকগঞ্জ প্রতিনিধি

বিদ্যালয় থেকে মাত্র ১০ ফুট দূরে অবস্থান করছে উত্তাল পদ্মা। একের পর এক ঢেউ আছড়ে পড়ছে পাড়ে আর আতঙ্কে কেঁপে কেঁপে উঠছে কোমলমতি শিক্ষার্থীরা। প্রিয় স্কুলকে বাঁচাতে বর্তমান ও সাবেক শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও এলাকাবাসী মিলে ভাঙন ঠেকাতে নদী পাড়ে সামান্য বাঁশের বাঁধ তৈরি করেছে, সেখানে বালুর বস্তা ফেলে যাচ্ছে। কিন্তু এই সামান্য প্রতিরোধে পদ্মাকে রোখা যাবে বলে মনে হয় না। ভাঙনরোধে কর্তৃপক্ষ এখনই কার্যকর কোনো ব্যবস্থা না নিলে যেকোনো সময় বিদ্যালয়টি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যাবে।

পদ্মার ভাঙনের মুখে থাকা স্কুলটি হচ্ছে মানিকগঞ্জের শিবালয় উপজেলায় অবস্থিত কুষ্টিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। শতবছরের পুরনো স্কুলটির দুটি ভবন দাঁড়িয়ে আছে পদ্মার পাড়ে। এত কাছে ভাঙনের তাণ্ডব, তবুও থেমে নেই স্কুলের পাঠদান। স্থানীয়রা জানান, কয়েক বছর আগেও স্কুল থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার দূরে ছিল পদ্মা নদী।

বিদ্যালয়ের শিক্ষক মো: শামিমুর রহমান জানান, বিদ্যালয়টিতে বর্তমানে প্রায় ১৫০ জন শিক্ষার্থী, ৪ জন শিক্ষক এবং ৩ জন শিক্ষিকা রয়েছেন। আগে ছাত্র-ছাত্রী অনেক বেশি থাকলেও নদী ভাঙনের ভয়ে বিদ্যালয় থেকে দিন দিন কমে যাচ্ছে শিক্ষার্থীর সংখ্যা। প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনো প্রকার সহায়তা না পেয়ে স্থানীয় আরুয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের দেওয়া আর্থিক ১০ হাজার টাকা সহায়তায় স্কুলের ভাঙন রোধ করতে বাঁশ দিয়ে সামান্য বাঁধ তৈরির চেষ্টা করেছি। খুদে শিক্ষার্থীদের নিয়েই বাঁশের বাঁধ তৈরি করে ও বালুর বস্তা ফেলে নদী শাসনের কাজ করছি। স্কুলটি রক্ষায় কিছু প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীও এগিয়ে এসেছে সাহায্যের জন্য।

কুষ্টিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সদস্য মো: হাতেম আলী জানান, আমাদের পাঁচ গ্রামের মধ্যে এই একটি মাত্র সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। স্কুলটি ভেঙে গেলে আমাদের পাঁচ গ্রামের ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হবে। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা আর সহায়তা পেলে স্কুলটি রক্ষা করা সম্ভব।

শিবালয় উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো: মাইনুল ইসলাম জানান, বিদ্যালয়টি রক্ষার জন্য পানি উন্নয়ন বোর্ডের কাছে স্থায়ী বাঁধ নির্মাণের জন্য বার বার লিখিতভাবে সহযোগিতা চেয়েও কোনো সুফল মেলেনি। ইতোমধ্যে উপজেলা পরিষদ থেকে ২ লক্ষ টাকার একটি বরাদ্দ অনুমোদন হয়েছে। বরাদ্দ পেলে আমরা স্কুলটির উন্নয়নে তা ব্যয় করব।

মানিকগঞ্জ: স্কুলের একেবারে কাছে চলে এসেছে নদী। সামান্য বাঁশের বাঁধ দিয়ে ও পাড়ে বালুর বস্তা ফেলে ভাঙন ঠেকান যাচ্ছে না —ইত্তেফাক

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.....
তারিখ.....

চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ	
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ	
সিস্টেম এনালিস্ট	
সিস্টেম ম্যানেজার	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ.	

কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর